জনাব জাহেদ আহম্মদের সৌজন্যে

মো: জামিলুল বাসার

আরবী ছল্লে, ছল্লা, ছালাম, ছালাত, আছলাম, ইসলাম, মোমেন, মোত্তাকিন, মোসলেম ইত্যাদি শব্দগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যার মুল অর্থ: শান্তি, শান্ত, শান্তিবাদ, প্রশান্ত, প্রলিপ্ত, ভিরু, ধীর, স্থির, সুঠাম, অচল, অটল, বিশ্বস্থ, ভক্ত, সমর্পিত, নিবেদিত, বিক্রিত ইত্যাদি। একক ও সহজ-সরল কথায় ভদ্রলোক বা আদর্শবান, শান্তিবাদী অথবা ধার্মিকও বলা যেতে পারে।

অহিংস ও বিশ্বস্থতাই আদর্শবান ভক্তের [বিশ্বাসীদের] অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট। সৎ, সুন্দরম, পরিশ্রমী, ন্যায়বাদী, সাম্যবাদী, মানবতাবাদী, পরোপকারী; উদার, মহান, ত্যাগী, নীতিবান, ক্ষমাশীল, দয়াশীল, ধৈর্য্যশীল, বীর্য্যশীল ও প্রগতিশীল ইত্যাদি যাবতীয় গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই ভদ্র বা আদর্শবান বলে কোরানে বর্ণিত ও সমাজে স্বীকৃত হয় এবং উহাই ইসলামীক বা শান্তিবাদী।

এরা মিথ্যা, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার; চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, বাটপারী; হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, এবং উচ্ছৃংখল বিশৃংখল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এদের দ্বারা সমাজের কারো অপকার বা ক্ষয়-ক্ষতির আশংকা থাকে না। অর্থাৎ সৃষ্ট যাবতীয় জ্ঞান গুণসম্পন্ন ও সৃষ্ট যাবতীয় অজ্ঞানতা ও দোষ বিমুক্ত ব্যক্তিগণই সমাজে ভদ্র বা আদর্শবান ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। এদেরকেই কোরানে 'মুসলিম' বা 'আর্য' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে; এরই নাম ইসলাম। এরা আল্লাহর নির্ধারিত সংবিধানের কাছে আত্মসমর্পিত, চির নিবেদিত, বিশ্বস্থ এবং জাগ্রত ও চেতনাপ্রাপ্ত। এরা কখনও এবং কোন অবস্থায় আক্রমণ বা প্রতিশোধ পরায়ণ নয় বটে! কিন্তু উন্নয়নে, শান্তি প্রতিস্টায় আত্মবিশ্বাস, নীতিবোধ ও আত্ম রক্ষায় এরা অটল অবিচল। এদেরকেই আল্লাহ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করেছেন।

কিন্তু প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত, জন্মগত ও জাতিগত, ধর্মান্তরগত হিন্দু, মোসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদি তথা আস্তিক-নাস্তিক দ্বারা কোন ব্যক্তি বা সমাজ কোন দিক থেকেই নিরাপদ নয়। আর একমাত্র 'মোসলেম' নামধারী কোন ব্যক্তি বা দল বিশ্বে নেই।

পক্ষান্তরে হিন্দু, শিয়া, ছুন্নী, হানফি, কাদিয়ানী ইত্যাদি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই খুব নগণ্য সংখ্যক হলেও এমন কিছু লোক আছেন, যাদের থেকে ব্যক্তি ও সমাজ সম্পূর্ণ নিরাপদ; তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম পরার্থে নিবেদিত; জীবন ধারণে একান্ত ও প্রয়োজনাতিরিক্ত সহায়-সম্পদ কুক্ষিগত করে প্রতিবেশী, সমাজ-দেশের কৃত্রিম-অকৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে না। এদের দ্বারা কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ কল্পনাই করা যায় না। এরাই কোরানের আলোতে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে প্রকৃত মুসলিম, আদর্শবান বা ইসলামিক অথবা শান্তি বাদী।

'ধার্মিক', 'ভদ্র', 'আদর্শবান,' বা 'শান্তিবাদী' ইত্যাদি এবং ওদের বিপরীত শব্দগুলি বলতে যেমন প্রচলিত ধর্মভেদ বা জাতিভেদ বুঝায় না, তদ্রুপ দুর অতীতের নির্দিষ্ট কোন কালে বিশেষ করে স্ব স্ব নবীদের আমলে হিন্দু, মোসলমান,[শিয়া-ছুন্নী ইত্যাদি] বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা ইহুদি বলতেও কোন জাতি ছিল না এবং হালের ধর্মভেদ বা জাতিভেদও বুঝাতো না। ভেদ ছিল: ধার্মিক-অধার্মিক, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, ভদ্র-অভদ্র, বোধ-নির্বোধ, শৃংখল-উচ্ছৃংখল, আর্য-অনার্য, সুর-অসুর, তাল-বেতাল, শান্তি-অশান্তিকামী দলের। কিন্তু নবীদের তিরোধানের পর পরই সকল জাতির মৌলবাদিগণ ব্যক্তি ও দলের জাতিয় এবং জন্মগত নামে পরিণত করেছেন: যাতে দোষ-গুণ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, আর্য-অনার্য, মানবতা ইত্যাদি পার্থক্য করে না বলেই ধর্মগ্রন্থের দৃষ্টিতে ওরা সকলেই সমানে সমান।

আদর্শবাদ, শান্তিবাদী বা ইসলাম, মোসলেম মোহাম্মদের (সা) নতুন আবিস্কার নয় বরং হযরত ব্রম্মা-ইব্রাহিমের আমল থেকেই উৎপত্তি। কিন্তু ঐ শান্তিবাদীরাই অশান্তি ধারণ করে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খৃষ্টান, শিয়া, ছুন্নী, ইসমাইলী, বাহাই, কাদিয়ানী, হানাফি, সাফি, হাম্বেলী মালেকী, নাস্তিক ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষণ যুক্ত করে মোসলেমত্ব, শান্তিবাদীস্বত্ব হারিয়ে ফেলেছে।
জাহেদ সাহেবের কোরানে তিল পরিমাণ বিশ্বাস নেই বলেই মনে হয়; তবুও নিম্ন বর্ণিত নির্দেশগুলি যে কোরানেরই তা অবিশ্বাস করতে পারছেন না:

১. এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পুর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে যারা বিশ্বাস করে এবং ভবিষ্যতে যা আসবে [পরকালে] তাতে যারা বিশ্বাস করবে; তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে বলবৎ রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

২. যারা বিশ্বাস এনেছে এবং যারা ইহুদী, খ্রিস্টান, ছাবেঈন, যে কেহ আল্লাহ ও কর্মফলের পরিণতিতে বিশ্বাস করে এবং সৎ পরিশ্রমী, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

৩. বিশ্বস্থগণ, ইহুদিগণ, সাবেঈনগণ ও খ্রিস্টানগণ, যারাই আল্লাহ ও কর্মের ফলাফলে বিশ্বাসী এবং যারা সৎকর্মশীল তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

৪. যারা বিশ্বস্থতার সহিত সৎ পরিশ্রম [গবেষণা] করে তারাই জান্নাতবাসী, তারা উহাতে চিরস্থায়ী হবে।

৫. তোমরা স্বীকার কর! 'আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস রাখি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে মূছা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হয়েছে। আমরা তদের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য করি না এবং আমরা তার নিকট আত্মসমর্পণকারী।

৬. পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই; [অর্থাৎ পুজা, নামাজ প্রার্থনা- ছালাতেই পুণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ্, অদৃশ্য-ভবিষ্যৎকাল, ফিরিস্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং সমস্ত নবীগণের উপর ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্থ, পর্যটক, সাহায্য প্রাথীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, প্রার্থনা প্রতিষ্ঠিত রেখে পবিত্র হলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করলে; অভাব, দুঃখ, কষ্ট ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য্য ধারণ করলে। এরাই তারা, যারা সত্যপরায়ণ এবং ধার্মিক।
৭. প্রয়োজনাতিরিক্ত সকল সম্পদ ত্যাগ করবে।

৮. ---তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা, পিতা, আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করবে এবং মানুষের সহিত ভদ্র নম্র ব্যবহার করবে। প্রার্থনা বলবৎ রেখে পবিত্রতা অর্জন করবে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

৯. ইহুদীগণ বলে খ্রিস্টানদের কোন ভিত্তি নেই; খ্রিস্টানগণ বলে ইহুদিদের কোন ভিত্তি নেই; অথচ তারা সকলেই কেতাব পাঠ করে। এভাবে যারা কিছুই জানে না [শিয়া-ছুন্নী ইত্যাদি] তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয় তাদের মতভেদ আছে, উত্থানের দিন [পুনঃ জন্মের দিন] আল্লাহ উহার মীমাংসা করবেন।[অর্থাৎ মতভেদগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে অযথা ঝগড়া বিবাদে সমস্যার সমাধান আজ পর্যন্ত হয়নি, কখনোই হবে না।]

১০. বিশ্বস্থ ও সৎপরিশ্রমীগণই [সৎ পরিশ্রম বলতে মানব কল্যাণে যাবতিয় কাজ-কর্ম ও গবেষণা বোঝা নিতান্ত স্বাভাবিক] সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

সুতরাং প্রিয় আহন্মদ!

১. 'জামিলুল বাসারের ক্ষেত্রে এটি উম্মা সেন্টিমেন্ট (মোল্লা হাদিস বাদ দিলে আমাদের ইসলামই সর্বশ্রেষ্ট)'

উত্তর:
নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বাসার মিয়া মোল্লা-হাদিস বাদ দিয়েছে। অতঃপর উল্লেখিত বিবরণের পরিপেক্ষিতে আপনার উল্লেখিত ভাববাদটি সংশোধনের দাবি রাখে।

২. বিজ্ঞানীরা যখন কোন কিছু আবিস্কার করে ফেলেন, কেবল তখনই কতিপয় অন্ধ মুসলিম, খৃষ্টান ও হিন্দু মুর্খরা এটি তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে বলে চেচামেচি শুরু করে দেয়।---অর্থাৎ কোরান, বেদ বাইবেলের তথা কথিত লুক্কায়িত সুত্র ধরে কেউ আজ পর্যন্ত একটি বৈজ্ঞানিক আবিস্কার করতে পারেনি?--- মুসলিম বিজ্ঞানীদের সংখ্যা কেন এক শতাংশেরও কম--।

'---জীবিত ইসলামের মৃত গৌরবের কথা' ক্লাসিক্যাল ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষে আরোহণ করেছিল।-- মুল কারণ ছিল

গ্রীক জ্ঞান বিশেষত যুক্তিবাদী ধারার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষনের উপর মুসলমানদের একক আধিপত্য লাভ (অবশ্যই ঐতিহাসিক কারণে।)

উত্তরঃ

১. যিশুর জন্মের প্রায় ৫ হাজার বৎসর আগে বেদ-গীতা বলেছে যে, জীবের মানব জন্ম (পরম) শেষ জন্ম। এ পর্যায় আসতে তার ৮৪ লক্ষ যোনী ভেদ করতে হয়েছে। কোরান বলছে 'মানুষ কোন এক কালে উল্লেখযোগ্য জীব ছিল না। বিবর্তনের মাধ্যমে এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

২. কোরান বলছেঃ চন্দ্র-সুর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, অনু-পরমাণু সবই ঘুর্ণমান। এবং প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুই একে অন্যকে আকর্শণ-বিকর্ষণে সমতায় স্থীতিশীল করেছি; কেই কাউকে আঘাত করে না। অন্যথায় প্রলয় হয়ে যেতো। এবং সৃষ্ট সবই বিবর্তন, পরিবর্তন ও মরণশীল।

৩. বিশ্ব-মহা বিশ্ব একদিকে বিলীণ, অন্যদিকে সম্প্রসারিত হয়।

৪. কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় দিয়ে গবেষণা, বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বর্জন করবে। কারণ উহাদের প্রত্যেকটির স্বীয় কর্মের জবাব দিহি করতে হবে।

৫. রক্ত, বীর্য, শুক্রকীট, ভ্রুন, জড়পিন্ড ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে তোমাদের আকৃতি দেই; অতঃপর জীবণ ফুকে দেই অতঃপর পুর্ণ মানবরূপে তোমাদের আর্বিভাব হয়।

ক. কথিত বিজ্ঞানের কথা নাই বা থাকল কিন্তু উল্লেখিত বিষয় সেইই ১৪ শত বৎসর পুর্বে মুর্খ মোহাম্মদ (সা) বলে গেছেন। এগুলি ডারউইন, আইনষ্টাইন, হকিংস ও মিঃ পালের সুপারভাইজারের শপথ নামার সঙ্গে বেশি-কম মিলে যায় কি যায না? হাঁ বা না উত্তর দেয়ার সৎ সাহস নেই বলেই বিষয়বস্তুর পট পরিবর্তন করা হয়!
অতএব ছিটে ফোটাও যদি মিলে যায় আর তাতে মোল্লাই হোক! কি হাদিস মোল্লা বিহীণই হোক তারা যদি চেঁচামেচি করে আনন্দ পায় বা ইমান দৃঢতর করে! তাতে নাস্তিকদের হুঙ্কার, হায়হুতাস, হরতাল-হরেক তাল করার যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। তবুও করছেন! অভিপ্রায়ই বা কি? মোল্লাদের তিল পরিমান হলেও চেঁচামেচির করার ভিত্ আছে! পক্ষান্তরে নাস্তিকদের ভিত্টা কি?

খ. লুক্বায়িত সুত্র তো লুক্বায়িতই। ফাঁস করলে কি আর 'লুক্বায়িত' থাকে বা বলা যায়?) কেউ কি ফাঁস করে? দেখেন নি? পাকিস্থান, ভারত, ইরাণ, উঃ কোরীয়া, আমেরীকা 'লুক্বায়িত সুত্র' নিয়ে কত লুকোচুরি খেলছে? অমুক বিজ্ঞানীকে ধরিয়ে দিতে বলছে! অমুক দেশকে বয়কট করতে বলছে! আপনি জানতে চাইলেই কি জানাবে বা বিজ্ঞান জার্নালে ছাপাবে? এন্টিবায়োটিকস্ ছাড়া? তাছাড়া 'ট্রেডমার্ক' এর ঐতিহাসিক কারণ আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। তবুও স্বীকার করছি যে, কোরানের দোহাই দিয়ে কেহ আবিস্কারের কথা বলেন নি। তার অর্থ এ নয় যে, কোরানে বিজ্ঞানের কথা নেই! বা কোরান আবর্জনা!

গ. মোল্লা ইসলাম, মোল্ল-হাদিস বিহীণ ইসলাম সর্বজন বিদিত কিন্তু নাস্তিকদের 'ক্লাসিক্যাল ইসলাম' নুতন আবিস্কার বটে! এখানে সত্যিই স্বঘোষিত বিজ্ঞানীদের তুলনায় আহম্মদ সাহেব স্বতন্ত্র। সুতরাং উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রার্থনীয়। ২ নং এর পারাদ্বয় পরস্পর আংশিক হলেও স্ব বিরোধী বলেই ধরা যায়।

ঘ. **(অবশ্যই ঐতিহাসিক কারণে)** ভৌগলিক কারন, বৈজ্ঞানিক কারন, দার্শনিক কারন, রাজনৈতিক কারন, যৌক্তিক-অযৌক্তিক কারন না হয় বুঝলাম কিন্তু 'ঐতিহাসিক কারণ' লেবেনেডের গলার মার্বেলের মতই দুর্ভেদ্য বটে! কারণের অকারণটি কি আপনার জানা দরকার ছিল না?

ভারত, পাকিস্তান, ইরান, আমেরিকা, ইজরাইলের কারণের দিকে দৃষ্টি দিলেই উত্তর পেযে যাবেন নিশ্চয়! গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্ কি? কারণই বা কি ছিল? তাদের বিজ্ঞানের জার্নাল বা গ্রন্থটি বা কি ছিল? ইসরাইলের দ্বিগুণ

বিজ্ঞানীর কারণ সম্ভবত আর তফসির করতে হবে না; গবেষণায ‘ধর্মই’ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে!। আরও পাবেন তাবলিগ ও কাদিয়ানীদের শামুক নীতির কারনের মধ্যে!

‘মোহাম্মদ (সা) ঐ বিজ্ঞান সুত্র জানতেন’ বা আবিস্কার করেছেন! এমন কথা প্রতিবেদনে কোথাও বলা হয়নি। বলা হয়েছে ‘তিনি মুর্খ হয়েও ১৪ শত বংসর পুর্বে কি করে বলেছেন!’ তিনি কেমন বিজ্ঞানী ছিলেন তা’ও উপরে বর্ণিত ছিল। অর্থাৎ তিনি ভাববাদী-দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

৩. কোরানেই রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান। ---পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার প্রায় একপঞ্চমাংশ মুসলিম হলেও---?

উত্তর:
‘সুতরাং প্রিয় আহম্মদ!’ এর উপরের অংশটি দ্রষ্টব্য।

পুনশ্চু: এমনকি ঘনিষ্ঠ আত্মিয় হলেও সত্য বৈ মিথ্যা সাক্ষী দিও না, ন্যায় সঙ্গতভাবে বিচার মীমাংশা করিও। সম্পদ কুক্ষিগত করিও না। চুরী, ঘুষ, চোগলখোরী, জেনা করিও না। নাকের বিচারে নাক; কানের বিচারে কান; খুণের বিচারে খুণ; নিকট রক্ত সম্পর্কের মধ্যে যোণ ক্রিয়া করিও না। ব্যভীচার করিও না! দুর্বলের উপর যুলুম-অত্যাচর করিও না ইত্যাদি বিধানগুলি ধর্মগ্রন্থ ছাড়া নাস্তিকদেও ব্যালেষ্টিক বিজ্ঞান জার্নালসহ বিশ্বের কোন্ কেতাবে লেখা আছে??? কোন্ কেতাবখানি বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে? মন্তব্যটি করার সঙ্গে সঙ্গে বইটির নাম ঠিকানা দেয়া কি নাস্তিকদের বিজ্ঞানী দায়-দায়িত্ব ছিল না??? সুতরাং ‘কোরানেই রয়েছে-- সমাধান’ বাক্যটি শুনলেই অসহ্য ইন্টলারেন্ট হওয়ার ঐতিহাসিক কোন কারণ আছে বলে জানা নেই।

সকল আস্তিক-নাস্তিক, মোমেন-মোনাফেকগণ ঘরে-বাইরে, অফিস-আদালত, সংবিধান, দেশ-বিদেশের সকল মানুষ, সকল দেশ, সকল জাতিই ধর্মগ্রন্থগুলির বর্ণিত বিধানগুলি বেশি-কম স্বীকার করে, সমর্থন করে, অনুসরণ করে, মেনেও চলে।
মোসলমান, শিয়া, ছুন্নী, কাদিয়ানী, হানাফী, শাফী, হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি সকল জাতির মধ্যেই খু --- উ --- ব নগন্য সংখ্যক মোসলেম আছেন; বরং আনুপাতিক হার নেই বললেই চলে। সুতরাং বিশেষ করে মোছলমান মৌলবাদের মধ্যে বিজ্ঞানী খোঁজা বাহুল্য মাত্র।

৪. একটি বার সুযোগ দিন আপনাদের বুকে জড়িয়ে ধরার।

উত্তর:
মহান আবেদনটির বিজ্ঞান গ্রন্থ কি সুযোগ-সমাধান দিতে পারে? -- নির্বাচনের এখনও বেশ দেরী--।
তবুও আপনার প্রেম নিবেদনের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

খোলসে যারা ইচ্ছা করে একবার ঢুকে পরে তারা ইচ্ছা করলেই বেরুতে পারে না! যতক্ষণ পর্যন্ত খোলস নিজেই বের করে না দেয়! তখন মরণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়।

বি:দ্র: প্রায় একই রকমের দু’টি লেখা পাঠাতে হলো। এখানে কিছুর অভাব হলে তানবীরা তালুকদারের পদমূলে নিবেদিত ‘আমি অধম-’ এ খুজে দেখতে পারেন।

বিনীত